গ্রামের শিক্ষার্থীদের হিসাব বেশি, সঞ্চয় কম

জিয়াদুল ইসলাম
০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:০০ এএম

দেশে স্কুল ব্যাংকিং দ্রুত জনপ্রিয় হচ্ছে। এ সেবার আওতায় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি দ্রুত বাড়ছে। শিক্ষার্থীরা ছোটবেলা থেকেই ব্যাংকিংয়ের অভ্যাস গড়ে তুলছে। এতে যেমন তারা উপকৃত হচ্ছে, তেমনি ব্যাংকগুলোও পাচ্ছে নতুন আমানত। ওই আমানত বিনিয়োগ হয়ে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ প্রতিবেদনে দেখা যায়, চলতি বছরের এপ্রিল থেকে জুন- এই তিন মাসে স্কুল শিক্ষার্থীদের ৯৫ হাজারেরও বেশি হিসাব বেড়েছে। একই সময়ে সঞ্চয় বেড়েছে প্রায় ১৫৯ কোটি টাকা।

বর্তমানে দেশে স্কুল শিক্ষার্থীদের মোট হিসাব ৪৫ লাখ ৭৫ হাজার ৫৪৫টি। এর মধ্যে গত জুন পর্যন্ত স্কুল ব্যাংকিংয়ের আওতায় গ্রামের শিক্ষার্থীদের হিসাব খোলা হয়েছে ২৪ লাখ ৪৮ হাজার ৬৬১টি, যা মোট হিসাবে প্রায় ৫৩ দশমিক ৫২

শতাংশ। তবে সঞ্চয়ে এগিয়ে শহরের শিক্ষার্থীরা। একই সময় পর্যন্ত স্কুল ব্যাংকিংয়ের আওতায় শহরের শিক্ষার্থীদের হিসাব খোলা হয়েছে ২১ লাখ ২৬ হাজার ৮৮৪টি, যা মোট হিসাবের প্রায় ৪৬ দশমিক ৪৮ শতাংশ।

জানা গেছে, শিক্ষার্থীদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তির আওতায় আনা ও তাদের আর্থিক ব্যবস্থাপনার বিষয়ে শিক্ষিত করে তোলার উদ্যোগের অংশ হিসেবে ২০১০ সালে স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ২০১১ সালে শিক্ষার্থীরা টাকা জমা দেওয়ার সুযোগ পায়। আর ২০১৩ সালে জারি হয় পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা। লক্ষ্য ছিল- শিক্ষার্থীদের ছোটবেলা থেকেই টাকা জমানোর অভ্যাস তৈরি করা।

এই হিসাব খোলার জন্য জমা দিতে হয় মাত্র ১০০ টাকা। ব্যাংকগুলো তুলনামূলক বেশি মুনাফাও দিচ্ছে। সঙ্গে আছে নানা সুবিধা- ফি ও চার্জে ছাড়, বিনামূল্যে ইন্টারনেট ব্যাংকিং, ন্যূনতম স্থিতির বাধ্যবাধকতা নেই, কম খরচে ডেবিট কার্ডের সুবিধা।

প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, তিন মাস আগে গত মার্চ পর্যন্ত স্কুল শিক্ষার্থীদের হিসাব খোলার পরিমাণ ছিল ৪৪ লাখ ৭৯ হাজার ৭৮২টি। ফলে তিন মাসের ব্যবধানে স্কুল ব্যাংকিংয়ে হিসাব বেড়েছে প্রায় ৯৫ হাজার ৭৬৩টি। আর গত এক বছরের ব্যবধানে বেড়েছে প্রায় ১ লাখ ৬৩ হাজার ৬২৯টি। ২০২৪ সালের জুন পর্যন্ত স্কুল শিক্ষার্থীদের হিসাব খোলার পরিমাণ ছিল ৪৪ লাখ ১১ হাজার ৯১৬টি।

বাংলাদেশে ৬১ ব্যাংকের মধ্যে ৫৯টি স্কুল ব্যাংকিং চালু করেছে। জুন শেষে বেসরকারি ব্যাংকগুলো সবচেয়ে এগিয়ে। তারা খুলেছে ৩১ লাখ ৮২ হাজারের বেশি হিসাব। এসব হিসাবে জমা আছে ১ হাজার ৭২৮ কোটি টাকার বেশি। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক খুলেছে প্রায় ১২ লাখ হিসাব। জমা আছে ৪৩৯ কোটি টাকা। বিশেষায়িত ব্যাংকের হিসাব প্রায় ২ লাখ, জমা ৫৬ কোটি টাকা। বিদেশি ব্যাংকগুলোর হিসাব মাত্র আড়াই হাজারের মতো। সেখানে জমা আছে ৯ কোটি টাকার কিছু বেশি।

লিঙ্গভেদেও পার্থক্য রয়েছে। মোট হিসাবের ৫১ দশমিক ০২ শতাংশ ছেলেদের। এর পরিমাণ ২৩ লাখ ৩৪ হাজার ৩৮২টি। আমানতের পরিমাণেও এগিয়ে রয়েছে ছেলেরাই। মোট আমানতের ৫২ দশমিক ৪৫ শতাংশই ছেলেদের।

দীর্ঘদিনের উচ্চ মূল্যস্ফীতি পরিবারগুলোর সঞ্চয় ক্ষমতা কমিয়েছে। গত এক বছরের ব্যবধানে আমানত কমেছে প্রায় ২৩৫ কোটি টাকা। তবে শিক্ষার্থীরা সঞ্চয়ে ঝুঁকছে, যা ইতিবাচক। এতে পরিবার, ব্যাংক ও অর্থনীতি- সবাই উপকৃত হচ্ছে। গত জুন শেষে এতে আমানতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ২৩৩ কোটি টাকা।